স্টারবাকসকে হারিয়ে জয়ী করাচির দেশি ক্যাফে ‘সাত্তার বকশ’



সংগৃহীত ছবি

করাচির ছোট ক্যাফে ‘সাত্তার বকশ’ স্টারবাকসের বিরুদ্ধে ১২ বছরের আইনি লড়াইয়ে জিতেছে। সবুজ লোগোতে গোঁফওয়ালা পুরুষের ছবি ও নামের ধ্বনিগত মিলকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিতর্ক এখন পরিণত হয়েছে স্থানীয় সংস্কৃতির সৃজনশীলতার প্রতীকে।

বিশ্বজুড়ে কফিপ্রেমীদের কাছে পরিচিত ব্র্যান্ড স্টারবাকসের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের করাচির ছোট্ট ক্যাফে ‘সাত্তার বকশ’ লড়ে গেল দীর্ঘ ১২ বছর। সবুজ রঙের গোলাকার লোগোতে গোঁফওয়ালা এক পুরুষের ছবি এবং নামের উচ্চারণগত সাদৃশ্য থেকেই শুরু হয়েছিল বিতর্ক।

২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্টারবাকস অভিযোগ তোলে, ক্যাফেটির নাম ও লোগো গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করছে এবং তাদের ব্র্যান্ডের স্বকীয়তা নষ্ট করছে। তবে মালিকরা জানান, এটি নকল নয় বরং প্যারোডি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন।

আদালত শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে যে এটি সরাসরি অনুকরণ নয়। বরং দেশি প্রেক্ষাপটে তৈরি এক সৃজনশীল পরিচিতি। ক্যাফে কর্তৃপক্ষও ডিসক্লেইমার যোগ করে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, তাদের সঙ্গে স্টারবাকসের কোনো সম্পর্ক নেই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর আরমাঘান শহীদ জানান, স্টারবাকস ব্যবসা বন্ধ করতে চাইলেও ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে ‘সাত্তার বকশ’ নানা ধরনের খাবার দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে—বার্গার, পিৎজা, শিশা থেকে শুরু করে বিশেষ নামের খাবার যেমন ‘বে-শরম বার্গার’ ও ‘এলওসি পিৎজা’।

নেট দুনিয়ায় এই লড়াই এখন আলোচনার শীর্ষে। অনেকেই একে বলছেন, দেশি ধাঁচের নকলের সফলতা—যা বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং বনাম সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।